إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে ?
সে-ই, যে বিশ্বাস করে যে,
আল্লাহ্ সত্য এবং মোহাম্মদ (সাঃ)
তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যে
যোজক স্থানীয় এবং আকাশের নিম্নে
তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন
রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য
আর কোন গ্রন্থ নাই ।

-হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪৫শ বর্ষ ।। ২১শ সংখ্যা

১২ই জেলকদ, ১৪১২ হিঃ ।। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯ বাংলা ।। ১৫ই মে, ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশে ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ২১শ সংখ্যা পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৩

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জুমুআর খুতবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ৮

হাদীসুল মাহ্‌দী

আল্লামা যিল্লুর রহমান (রহঃ) ১৪

একটি অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত তবলীগি সফর

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ১৯

আপনার চিঠি পেলাম

মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর, আঃ মুঃ জাঃ বাঃ ২৩

সংবাদ ২৫

সম্পাদকীয় ঃ

ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে

দুনিয়াটা বড়ই বিচিত্র। এ দুনিয়াতে যখনই মানবের কল্যাণের বার্তা নিয়ে বা কোন সত্য নিয়ে কেউ এসেছেন, মানুষ তাঁকে প্রথমতঃ গ্রহণ তো করেই নাই বরং তাঁর সাথে শত্রুর মত ব্যবহার করেছে, আর তাঁকে প্রাণে পর্যন্ত মারার জন্যে চেষ্টা চালিয়েছে। এ অবস্থা নবী-রসূল থেকে আরম্ভ করে দার্শনিক তথা বিজ্ঞানীদের বেলায়ও আমরা দেখতে পাই। আমরা আরও দেখতে পাই, দীর্ঘ কাল বিরোধিতার পরে মানুষ আস্তে আস্তে সেই প্রত্যাখ্যাত সত্যকে গ্রহণ করতে শুরু করে আর এজন্যে সেই সব মহান নবীদেরকে যে কতখানি মূল্য দিতে হয় তা

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ ২৯ পৃঃ দেখুন)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ   نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ   وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৪৫তম বর্ষ ২১শ সংখ্যা

১৫ই মে, ১৯৯২ইং : ১৫ই হিজরত, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌ বাকারা-২

২২৫। এবং তোমরা তোমাদের শপথের জন্য আল্লাহ্‌কে (প্রতিবন্ধকরূপে) লক্ষ্যস্থল (২৭৩) করিও না—তোমাদের পুণ্যকর্ম করার এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করার আর মানবমণ্ডলীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার পথে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

২২৬। আল্লাহ্‌ তোমাদের বৃথা (২৭৪) শপথগুলির জন্য তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না, কিন্তু তিনি তোমাদিগকে পাকড়াও করিবেন উহার জন্য যাহা তোমাদের অন্তর সংকল্পপূর্বক অর্জন করিয়াছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম সহিষ্ণু।

২২৭। যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণ সম্বন্ধে (তাহাদের নিকট হইতে) পৃথক হওয়ার শপথ করে তাহাদের জন্য অপেক্ষার সময় চার মাস (২৭৫) (বিধেয়) হইবে; অতঃপর যদি

২৭৩। "উরযাহ্" মানে বাধা। ইহা আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ ও বদনামের শামিল যে, তিনি সর্বমঙ্গলের আকর হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহারই দোহাই দিয়া কেহ মঙ্গলজনক কাজ হইতে হাত গুটাইতে চায়। আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের প্রতি ইহা এক অসহনীয় অবমাননা যে, সেই নামকে কেহ অপবিত্র ও উদ্দেশ্যহীন শপথের হাতল হিসাবে ব্যবহার করে। এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াত ২২৭ আয়াতের সূচনার কাজ সম্পাদন করিতেছে। কেননা, ২২৭ আয়াতে স্ত্রী হইতে পৃথক থাকার শপথ নেওয়া সম্বন্ধে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রহিয়াছে।

২৭৪। কসম গ্রহণ (শপথ গ্রহণ) একটি গুরু-গম্ভীর ব্যাপার। তথাপি অনেক লোকেরই বদভ্যাস আছে যে, বিনা কারণেই, অর্থহীনতার শপথ করে। ঐসব অর্থহীন-উদ্দেশ্যহীন কসম অভ্যাসগত অনাহূত কসম কিংবা রাগের মাথায় গৃহীত কসম কার্যকরী নহে এবং এইজন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না।

২৭৫। মধ্যবর্তী পর্যায়ে কসম গ্রহণ সম্বন্ধে আয়াতের পরে, কুরআন পুনরায় দাম্পত্য-সম্পর্কের মূল বিষয়ের দিকে ফিরিয়াছে। এই আয়াতে ঐসব লোকের কথা উত্থাপন করা

তাহারা (এই সময়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনকল্পে) প্রত্যাবর্তন করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

২২৮। আর যদি তাহারা তালাক (২৭৬) দেওয়ার সংকল্প করে, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

হইয়াছে যাহারা সত্যিকারভাবে তালাক না দিয়া, নিজের স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপনে বিরত থাকার কসম খাইয়াছে, লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তালাকের ব্যাপার উত্থাপনের পূর্ব মুহূর্তে কুরআন প্রথমে 'ঋতুস্রাবের' (২:২২৩) কথা বলিতেছে যখন অস্থায়ী, অপূর্ণ ও অপ্রকৃত বিচ্ছেদ অবলম্বিত হয়। অতঃপর, (এই আয়াতে) অনির্দিষ্টকালের জন্য, সত্যিকার তালাক (বিচ্ছেদ) অবলম্বনের কথা বলা হইতেছে। তারপর পরবর্তী আয়াতগুলিতে বাতিল-যোগ্য (প্রত্যাহারযোগ্য) বাস্তব বিচ্ছেদের বিষয় আসিয়াছে এবং সর্বশেষ ২ : ২৩১ আয়াতে আসিয়াছে অ-বাতিলযোগ্য চূড়ান্ত বিচ্ছেদের কথা। ইহা এক চমৎকার পর্যায়ক্রম, যাহা চূড়ান্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে সম্ভাব্য সকল বাধা উপস্থাপন করিয়া, বিবাহ-বন্ধনকে অটুট ও স্থায়ী রাখিতে চায়। ইসলাম যদিও বিবাহ-বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দেয়, তথাপি ইহাকে একটি প্রয়োজনীয় আপদ হিসাবে গণ্য করে। কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর সহিত দাম্পত্য-সম্পর্ক ত্যাগ করার শপথ নেয়, তাহা হইলে ইসলাম তাহাকে চার মাস সময় দান করে। এই সময়ের মধ্যে তাহাকে স্ত্রীর সহিত সমঝোতায় আসিয়া দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে। অন্যথায় বিবাহ-বিচ্ছেদ চূড়ান্ত ও কার্যকরী হইয়া যাইবে। তালাক না দিয়া, অনির্দিষ্টকালের জন্য স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, ইসলাম কোন মতেই অনুমোদন করে না। স্ত্রীকে কাছেও রাখে না, আবার তালাকও দেয় না, এই ঝুলন্ত অবস্থায় রাখাকে ইসলাম অতি জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ বলিয়া মনে করে। জাহেলিয়াতের যুগে পুরুষেরা শপথ নিয়া স্ত্রীদের কাছ হইতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিচ্ছেদ অবলম্বন করিত। এই প্রথাকে 'ইলা' বলা হইত। এই অবস্থায় স্ত্রী ঝুলন্ত ও অনিশ্চিত থাকিত। সে না পাইত স্বামী-সঙ্গ, না পারিত অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে।

২৭৬। এই আয়াত দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে তালাক-বিষয়ক ইসলামী আইন। এই আইন অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত কারণে, স্বামী তাহার স্ত্রীকে 'তালাক' দিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল। তবে এই অধিকার কদাচিৎ, কেবল মাত্র অতি অপরিহার্য অবস্থায়ই প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত ; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যবদি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ্ সাধু ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন ; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

ধ্যান ও চিন্তা ভাবনা

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السموت والارض ط ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار ٥

(ال عمران ايت : ١٩٢)

অর্থাৎ যাঁরা দাঁড়িয়ে ও বসে আর নিজেদের পার্শ্বদেশে শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয় চিন্তা করে (এবং বলে) হে আমাদের প্রভু ! তুমি এই সব বৃথা সৃষ্টি কর নাই। তুমি পবিত্র, সুতরাং তুমি আমাদিগকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (আলে ইমরান : ১৯২)

হাদীস

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ربى بتسع خشية الله فى السر والعلانية و كلمة العدل فى الغضب والرضى والقصد فى الفقر والغنى و ان اصل من قطعنى واعطى من حرمنى و اعفوا عمن ظلمنى و ان يكون صمتى فكرا و نطقى ذكرا و نظرى عبرة و امر بالعرف وقيل بالمعروف (مشكوة)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরেয়রা (রাঃ) বর্ণনা করছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার খোদা নয়টি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন—নিঃসঙ্গ ও সমাবেশে খোদাতা'লার ভয়-ভীতি রাখি, রাগান্বিত অথবা সন্তুষ্টির অবস্থায় ন্যায়পরায়ণতাকে হাত থেকে যেতে না দিই, দারিদ্রতা অথবা প্রাচুর্যের সময় যেন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করি, যে আত্মীয়তার বন্ধন কর্তন করেছে তার সাথে যেন সম্পর্ক স্থাপন করি, যে আমার উপর অত্যাচার করেছে তাকেও যেন দান করি, যে আমার উপর অত্যাচার করেছে তাকে যেন ক্ষমা করি, আমার নীরবতা যেন ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন হওয়া অবস্থায় হয় আর আমার কথা বলা যেন খোদার যিক্‌র হয়, আমার দৃষ্টিপাত যেন শিক্ষা লাভের জন্য হয় ও আমি যেন পুণ্যের উপদেশ দিই। (মেশকাত)

ব্যাখ্যা :—উপরোক্ত হাদীসটির প্রতিটি বাক্য নিজের মধ্যে জ্ঞানের অফুরন্ত সমুদ্র ধারণ করে আছে। মানবজাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতির চাবি কাঠি এই হাদীসটির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এই দীর্ঘ হাদীসটির একটি বাক্য আলোচনার বিষয় বস্তু আর তা হলো 'নীরবতা যেন ধ্যান ও চিন্তায় মগ্ন হওয়া অবস্থায় হয়'। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহতা'লা মানবজাতিকে চিন্তা করার কথা বলেছেন। চিন্তা শক্তি খোদার এক অপার অনুগ্রহ। ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা করলে মানুষ অনেক তত্বজ্ঞান লাভ করে। চিন্তা মানুষকে আত্মার খোরাক দেয় ও জ্ঞানী বানিয়ে দেয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের সময়ে তিনি হেরা গুহায় গিয়ে নির্জনে ধ্যান করতেন ও স্রষ্টার ইবাদত করতেন। যার ফলস্বরূপ তিনি খোদাতা'লার তাজাল্লি (বিকাশ) দেখতে পান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতা'লা মুমিনের শান এই ভাবে বর্ণনা করেছেন, যেন তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির সম্বন্ধে চিন্তা করতে থাকে এবং এই চিন্তায় তারা খোদাতা'লার গুণগানের মহিমা ও পদ মর্যাদার বহু রূপ দেখতে পায় এবং তারা বলে উঠে যে, খোদার কোন সৃষ্টিই বৃথা নয়। অতএব, খোদার এই জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা করা মানেই খোদার নৈকট্যের পথে ধাবিত হওয়া। যে মানুষ নিজের কর্মের ব্যাপারে সচেতন সে অবশ্যই চিন্তা করবে যে, আমার কোন্ কর্মটি খোদার সন্তুষ্টির কারণ এবং কোন্‌টি অসন্তুটির কারণ। এই রূপ চিন্তা মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে ও খোদার সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দেয়। আজ পৃথিবীতে সুষ্ঠু চিন্তার অভাব। যদ্দরুন আজ মানুষ ধ্বংসের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছে। খোদাতা'লা আমাদের সুচিন্তা করার তৌফীক দান করুন, আমীন।

(৭-এর পাতার পর)

ইলহামের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে এক বড় বজ্জাত চোর ও ব্যভিচারী, যে হিন্দু ছিল এবং জেল খানায় ছিল, সে জেল হইতে মুক্ত হইয়া ঘটনাক্রমে আমার সহিত দেখা করিল। আমার স্মরণ আছে কোন অপরাধের দরুন তাহার কয়েক বৎসরের জেল হইয়াছিল। সে বর্ণনা করে যে, যেদিন সকালে আদালত কর্তৃক আমাকে কয়েদের শাস্তির আদেশ দেওয়ার কথা ছিল, বাহ্যতঃ সে আদেশের কোন আশংকাই ছিলনা। রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমাকে কয়েদ করা হইবে। অতঃপর এইরূপই ঘটিয়া ছিল এবং ঐ দিনই আমাকে জেলে ঢুকানো হইল। অনুরূপভাবে আজকাল আমেরিকাতে একজন লোক আছে, যাহার নাম ডুই। তাহার একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। সে হযরত ঈসা (আঃ) কে খোদা মনে করে এবং নিজেকে ইলিয়াস (আঃ) নবীর অবতার মনে করে। সে মোলহেম অর্থাৎ ইলহাম পাওয়ার দাবীকারক। সে এই দাবীসহ নিজের স্বপ্ন ও ইলহাম লোকদের নিকট পেশ করে যে, এইগুলি সত্য হইয়াছে। তাহার বিশ্বাস সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে, সে এক দুর্বল মানুষকে নিখিল বিশ্বের প্রভু মনে করে। তাহার চাল-চলন সম্পর্কে ইহা বলাই যথেষ্ট যে, তাহার মা একজন ব্যভিচারিণী ছিল। সে নিজেই স্বীকার করে যে, সে ব্যভিচারিণীর সন্তান এবং মুচির বংশের। তাহার এক ভাই অষ্ট্রেলিয়ায় মুচীর কাজ করে। এই সকল কথা কেবলমাত্র দাবী নহে। বরং ঐ সকল সংবাদ পত্র ও চিঠি-পত্রাদি আমার নিকট মওজুদ আছে, যদ্বারা তাহার এই বংশগত অবস্থা প্রমাণিত হয়। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

الحمد لله رب العلمين-والصلوة والسلام على خير رسله محمد واله واصحابه اجمعين ٥

অতঃপর প্রকাশ থাকে যে, এই পুস্তকটি লেখার জন্য এই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে যে, এই যুগে যেভাবে শত শত প্রকারের ফেত্‌না (বিপর্যয়) ও বেদাতের (কদাচার) সৃষ্টি হইয়াছে সেভাবেই ইহাও একটি মহা ফেত্‌নার সৃষ্টি হইয়াছে যে, অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়ে অনবহিত যে, কোন্ পর্যায়ে ও কোন্ অবস্থায় কোন্ স্বপ্ন বা ইলহাম (ঐশী বাণী) নির্ভরযোগ্য হইতে পারে এবং কোন্ অবস্থায় এই আশঙ্কা থাকে যে, ইহা শয়তানের কথা, না ইহা খোদার কথা, এবং নিজের মনের কথা।* স্মরণ রাখা উচিত,

---

* যেভাবে সূর্যকে যখন মেঘ ঘিরিয়া ফেলে এবং ইহার সাথে সাথে ঝঞ্ঝা ও ধূলিঝড়ও উঠে তখন এই অবস্থায় সূর্যের কিরণ পরিষ্কারভাবে পৃথিবীতে পড়িতে পারেনা, তদ্রূপে যখন আত্মার উপর স্বীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা শয়তানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে তখন আধ্যাত্মিক সূর্যের কিরণ পরিষ্কারভাবে ইহার উপর পড়িবে না। ঝঞ্ঝা, ধূলিঝড় ও মেঘাচ্ছন্নতা যতই কমিতে থাকিবে কিরণও ততই পরিষ্কার হইতে থাকিবে। সুতরাং ইহাই খোদার ওহীর দর্শন। সুস্পষ্ট ওহী ঐ সকল লোকই পাইয়া থাকে, যাহাদের হৃদয় পবিত্র এবং যাহাদের ও খোদার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। অতঃপর ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইলহামের সহিত খোদার সাহায্য সংযুক্ত থাকে এবং সে ইলহাম সম্মানীত ও মর্যাদাপূর্ণ। উহাতে সুস্পষ্ট চিহ্নাবলী থাকে এবং উহাতে গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন দেদীপ্যমান হয়। খোদা গ্রহণ না করিলে ইহা কেহ পাইতে পারে না এবং ইহা শয়তানের ক্ষমতার বাহিরে যে, সে কোন মিথ্যা দাবীকারকের সাহায্য ও সমর্থনে তাহাকে কোন ক্ষমতা প্রকাশকারী ইলহাম করিতে পারে এবং তাহাকে সম্মান প্রদানের নিমিত্তে কোন অলৌকিক ও সুস্পষ্ট অদৃশ্যের খবর তাহার উপর প্রকাশ করিতে পারে, যাহা তাহার দাবীর সাক্ষ্য হইতে পারে।

শয়তান মানুষের ভয়ংকর দুশমন। সে বিভিন্ন পথে মানুষকে ধ্বংস করিতে চাহে। ইহা সম্ভব যে, একটি স্বপ্ন সত্য হওয়া সত্ত্বেও তাহা শয়তানের পক্ষ হইতে হইতে পারে। কেননা যদিও শয়তান বড়ই মিথ্যাবাদী, তথাপি ঈমান ছিনাইয়া নেওয়ার জন্য কখনো কখনো সে সত্য কথা বলিয়া প্রতারণা করে। হ্যাঁ, ঐ সকল লোক যাহারা নিজেদের সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও ও খোদা-প্রেমে চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায়, তাহাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

ان عبادى ليس لك عليهم سلطان - (সূরা, আল্‌ হিজর : ৪৩)

(অর্থাৎ নিশ্চয় যাহারা আমার বান্দা, তাহাদের উপর কখনও তোমার কোন আধিপত্য হইবে না —অনুবাদক) সুতরাং তাহাদের চিহ্ন এই যে, খোদার আশীষের বৃষ্টি তাহাদের উপর বর্ষিত হয় এবং খোদার গ্রহণযোগ্য হাজার হাজার লক্ষণাবলী ও দৃষ্টান্ত তাহাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইনশাআল্লাহ্‌ এই পুস্তকে আমরা এই বিষয়টির উপর আলোচনা করিব। কিন্তু আফসোস, অধিকাংশ লোক এখনও শয়তানের দৃষ্টিতে আবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা নিজেদের স্বপ্ন ও ইলহামের উপর ভরসা করিয়া নিজেদের অযথা বিশ্বাস ও অপবিত্র ধর্মগুলিকে এই সকল স্বপ্ন ও ইলহামের দ্বারা উৎকৃষ্ট সাব্যস্ত করিতে চাহে। বরং তাহারা এই সকল স্বপ্ন ও ইলহামকে সাক্ষ্যরূপে পেশ করিয়া থাকে। অথবা তাহারা এই মতলব পোষণ করে যে, এইরূপ স্বপ্ন ও ইলহাম পেশ করিয়া ইহাদের সাহায্যে সত্য ধর্মের অবমাননা করিবে, অযথা লোকদের নিকট খোদার পবিত্র নবীগণকে সাধারণ মানুষ রূপে সংস্থাপন করিবে, অথবা ইহা দেখাইবে যে, স্বপ্ন ও ইলহাম পেশ করিয়া ইহাদের সাহায্যে সত্য ধর্মের অবমাননা করিবে, অথবা ইহা দেখাইবে যে, যদি স্বপ্ন ও ইলহামের মাধ্যমে কোন ধর্মের সত্যতা প্রমাণ করা যায় তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম ও বিধি-বিধান সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া উচিত। এইরূপ লোকও আছে, যাহারা নিজেদের স্বপ্ন ও ইলহামকে তাহাদের ধর্মের সত্যতার জন্য পেশ করে না। তাহাদের এইরূপ স্বপ্ন ও ইলহাম বর্ণনা করার মধ্যে কেবল এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকে যে, স্বপ্ন ও ইলহাম কোন সত্য ধর্মের বা খাঁটি মানুষের সনাক্ত করণের মানদণ্ড নহে। কোন কোন লোক কেবল অযথা গর্ব প্রকাশের জন্য তাহাদের স্বপ্ন শুনাইয়া থাকে। কোন কোন এইরূপ লোকও রহিয়াছে, যাহাদের কয়েকটি স্বপ্ন বা ইলহাম তাহাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। উহাদের ভিত্তিতে তাহারা নিজদিগকে ইমাম বা পেশোয়া বা রসূলের রঙে পেশ করিয়া থাকে। এই সকল মন্দকাজ এই দেশে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ লোকদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতা এবং সত্যনিষ্ঠার পরিবর্তে অহেতুক অহংকার বা দাম্ভিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য আমি সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য দেখানোর জন্য এই পুস্তকটি লেখা সমীচীন মনে করিয়াছি। কেননা আমি দেখিতেছি যে, কোন কোন স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এইরূপ

লোকদের দরুণ পরীক্ষায় পড়িয়া যায়, বিশেষভাবে তাহারা যখন দেখে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ যায়েদ নিজ স্বপ্ন বা ইলহামের উপর ভরসা করিয়া বকরকে কাফের সাব্যস্ত করে, সে যায়েদের মোকাবেলায় নিজেও একজন ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং তৃতীয় ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি খালেদ পূর্বোক্ত দুই জনের উপরই কুফরী ফতওয়া আরোপ করে। ইহার চাইতেও আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, তিনজনই নিজেদের স্বপ্ন ও ইলহামকে সত্য হওয়ার দাবীও করিয়া থাকে এবং নিজেদের কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এই সাক্ষ্যও উপস্থাপন করে যে, ঐগুলি সত্য হইয়াছে। অতএব, এইরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি ও পরস্পরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করার অবস্থা দেখিয়া পূর্বোক্ত স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা ভীষণভাবে হোঁচট খায়। কেননা যে স্থলে খোদা এক-অদ্বিতীয় সে স্থলে ইহা কিভাবে সম্ভব যে, তিনি যায়েদকে এক ইলহাম করিবেন এবং বকরকে ইহার বিপরীত কিছু বলিবেন এবং খালেদকে অন্য কিছু শুনাইয়া দিবেন। ইহার দরুনতো অজ্ঞ লোকেরা খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ এই বিষয়টি সাধারণ লোকদের জন্য ভীতির কারণ এবং ইহাতে তাহাদের দৃষ্টিতে নবুওয়তের সিলসিলা সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়ে। এস্থলে সাধারণ লোকদিগকে অবাক করার জন্য আরো একটি বিষয় আছে। তাহা এই যে, কোন কোন সীমালংঘনকারী, দুষ্কৃতকারী, ব্যভিচারী, অত্যাচারী, চোর, হারামখোর এবং খোদার আদেশের পরিপন্থী কাজ যাহারা করে তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে যে, তাহারাও কখনও কখনও সত্য স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ইহা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে, কোন কোন স্ত্রীলোক যাহারা মেথর সম্প্রদায়ের লোক অর্থাৎ জমাদারনী ছিল, যাহাদের পেশা ছিল মৃত ভক্ষণ করা ও অপরাধ করা, ইহারা আমার সম্মুখে কোন কোন স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছে এবং তাহা সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ইহার চাইতেও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, কোন কোন ব্যভিচারিণী ও পতিতা যাহাদের দিন ও রাত্রির কাজ ছিল ব্যভিচার করা তাহাদের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে যে, তাহারা কোন কোন স্বপ্ন বর্ণনা করিয়াছে এবং ঐগুলি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন এইরূপ হিন্দু, যাহারা অংশীবাদিতার অপবিত্রতায় নিমগ্ন এবং ইসলামের কঠোর দুশমন, তাহারা কোন কোন স্বপ্ন যেভাবে দেখিয়াছে সেভাবেই তাহা ফলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ঠিক এই পুস্তকটি লেখার সময়েই কাদিয়ানের একজন হিন্দু আমার নিকট আসিল। সে ক্ষত্রিয় বর্ণের ছিল। সে বর্ণনা করিল যে, আমি দেখিলাম যে, অমুক সাব পোষ্ট মাষ্টারের বদলীর আদেশ হওয়ার পর তাহা পুনরায় স্থগিত হইয়া গেল। বস্তুতঃ এইরূপই হইয়াছিল। এই হিন্দু লোকটি বিভিন্ন সময়ে আমার নিকট বর্ণনা করে যে, তাহার আরো কতিপয় স্বপ্নও সত্য হইয়াছে। আমি জানিনা এইরূপ বর্ণনার পিছনে তাহার কি উদ্দেশ্য ছিল এবং সে বার বার কেন তাহার স্বপ্ন আমাকে শুনাইয়াছিল। পক্ষান্তরে বেদ অনুযায়ী স্বপ্ন ও

(অবশিষ্টাংশ ৪ পাতায় দেখুন)

জুমুআর খুতবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৮শে জুন '৯১ইং ডেট্রইট, (আমেরিকা) ইষ্টার্ণ মিশিগান ইউনিভার্সিতে প্রদত্ত]

অনুবাদক : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথেও জুমুয়ার (বা শুক্রবার) দিনটির এক অত্যন্ত গভীর এবং অটুট সম্পর্ক বিদ্যমান।

কুরআন করীমে বর্ণিত দোয়াসমূহ সংক্রান্ত যে ধারাবাহিক বিষয় আমি বর্ণনা করছি তারও ঐ সম্পর্কটির সাথে আর এক সম্পর্ক বিরাজিত।

এই দোয়াসমূহের বিষয়বস্তু বুঝার জন্যে ইহা জরুরী যে, ঐ দোয়াগুলি যারা করেছিলেন আপনারা যেন তাঁদের মতন হতে সচেষ্ট হন।

তাশাহুহুদ তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর আকদাস বলেন, আজ জুমুআর দিন (শুক্রবার) এবং আমি এই খোৎবা ডেট্রাইট থেকে প্রদান করছি। এখানে এ সময়ে খোদাতা'লার ফযলে আমেরিকার বিপুল সংখ্যক জামা'ত তাদের বাৎসরিক কনভেনশন অর্থাৎ সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন। বিগত কিছুকাল থেকে কুরআন করীমে বর্ণিত ঐ দোয়াসমূহের উল্লেখ ও পর্যালোচনা চলছে, যা খোদাতা'লার পুরস্কারপ্রাপ্ত বান্দারা খোদাতা'লার সমীপে নিবেদন করতে থাকেন এবং তাঁর থেকে পুরস্কার লাভ করতে থাকেন। কিন্তু সে আলোচনায় পুনরায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে জানাতে চাই যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সাথে জুমুআর দিনটির এক অতি গভীর এবং অটুট সম্পর্ক রয়েছে। আর সে সম্পর্কটির উল্লেখ করা হয়েছে সূরা জুমুআতে। জুমুআর জামা'ত বা সমবেত হবার দিন এবং সে দিক থেকেই আরবী ভাষায় এ দিনটিকে 'জুমুআ' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন করীমে সূরা জুমুআতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, এমন এক সময়ও আসবে যখন পরবর্তী লোকদেরকে পূর্ববর্তী লোকদের সাথে একত্রিত করে দেয়া হবে। —"ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল্‌হাকু বিহিম ওয়া হুয়াল আযীযুল হাকীম।" পরে আসবে এমনও লোক যাদেরকে হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনয়নকারী এবং তাঁর দাসত্ব ও অনুবর্তীতাকারীদের সাথে পরে আসা সত্বেও এইরূপে মিলিত ও একত্রীভূত করে দেয়া হবে যেন তারা তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, এই দিক থেকে জুমআর দিনটির সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের এক গভীর ও অটুট সম্পর্ক বিদ্যমান।

দোয়াসমূহের যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করছি তারও উল্লিখিত ঐ সম্পর্কটির সাথে আর এক সম্পর্ক রয়েছে এবং তা হলো এই যে, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যে দোয়াসমূহ পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা চেয়েছেন, আহমদীয়া জামাত ঐ দোয়াগুলিতে আত্মবিভোর হয়ে বিশেষ মনোযোগ ও গিরিয়া-যারীর সাথে খোদাতা'লার কাছে তাঁর কৃপা ও ফযল প্রার্থনা (কামনা) করতে থাকে, তাহ'লে বিগত যুগগুলি এই যুগটিতে একত্রীভূত হয়ে যাবে এবং ঐ যাবতীয় পুরস্কার যা আল্লাহ্‌তা'লা বিগত যুগগুলোতে তাঁর বিভিন্ন বিনীত বান্দাদের উপর অবতীর্ণ করেছিলেন, এই দোয়াসমূহের সুবাদে ঐ যাবতীয় পুরস্কার এই যুগে আহমদীয়া জামাতের মধ্যে একত্রিত হতে পারে। আমি আশা রাখি যে, আমার বক্তব্য আপনারা সকলে বুঝে নিবেন।

দোয়াসমূহের উল্লেখ প্রসঙ্গে আমি আজ হযরত নূহ (আঃ)-এর দোয়া দ্বারা আজকের বিষয়বস্তু (আলোচনা) শুরু করতে চাই। এ দোয়াটি কুরআন করীমে সূরা আল কামারে সংরক্ষিত করা হয়েছে। দোয়াটি তো এইটুকুই যে—"কা দায়া রাব্বাহু আন্নি মাগ্‌লুবুন ফানতাসির"—হযরত নূহ তাঁর প্রভু খোদাকে ডাকলেন এবং নিবেদন করলেন, 'আমি পরাভূত হয়ে পড়েছি এবং আমার বিরুদ্ধবাদী জাতি আমার উপর প্রবল হয়ে পড়েছে, অতএব, তুমি আমাকে সাহায্য কর।"

এ দোয়ার পটভূমি বর্ণিত হয়েছে এই যে—"কায্‌যাবাত কাবলাহুম কওমু নূহি ফাকায্‌যাবু আব্দানা ওয়া কালু মাজ্‌নুন ওয়ায্‌দুজের" — ইতোপূর্বে নূহের জাতি নূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করলো —"ফাকায্‌যাবু আব্দানা—সে জাতিটা আমাদের বান্দাকে প্রত্যাখ্যান করে দিল। এই বাচনভঙ্গীটিতে বড়ই প্রেমের স্পর্শ (অভিব্যক্তি) রয়েছে এবং এতে রয়েছে হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি আপনত্বের প্রকাশ। আল্লাহ্‌ এরূপ বলেন নাই যে, তারা নূহকে প্রত্যাখ্যান করলো। এবং বল্‌লো, এ তো পাগল, তার পাগলামির ছিট আছে, তার মধ্যে উন্মাদনার বাতিক উঠেছে। এবং আমাদের উপাস্যদের দিক থেকে তার উপর সে মার পড়েছে, সে তাদের অভিশাপগ্রস্থ। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সময় হযরত নূহ প্রার্থনা করলেন—"আন্নি মাগলুবুন ফান্তাসির"—হে আমার খোদা! আমি পরাভূত হয়ে পড়েছি, অতএব তুমি আমাকে সাহায্য কর।" এই দোয়ার জবাবে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন: "ফাফাতাহ্‌না আবওয়াবাস্‌ সামায়ে বেমায়িম মুনহামির"—এর উত্তর স্বরূপ আমরা আকাশের দুয়ারসমূহ খুলে দিলাম, যেগুলি দিয়ে অবিরাম পানি বর্ষিত হলো। "ওয়া ফাজ্জারনা আরযা উয়ূনান"—এবং আমরা ভূমি থেকেও প্রস্রবণসমূহ উৎসারিত করলাম। "ফাল্‌তাকাল মাউ"—অতএব ঐ উভয় পানি অর্থাৎ আকাশের এবং ভূগর্ভস্থ পানি একত্র হলো। "আলা আম্‌রিন কাদ কুদের"—এমন একটি বিষয়ের উপর, যা ফয়সালা করে দেয়া হয়েছিল। "ওয়া হামালনাহু আলা যাতে আলওয়াহিন ওয়া দুসুর" এবং আমরা

তাকে এমন একটি জিনিসের উপরে তুলে নিলাম অর্থাৎ প্রবল প্লাবনের মধ্যে তাকে এমন এক জিনিসের দ্বারা রক্ষা করলাম, যা তৈরী করা হয়েছিল কাষ্ঠ-ফলক এবং পেরেকের দ্বারা।" "তাজরী বি আইউনিনা"—উহা আমাদের চোখের সামনে (অর্থাৎ আমাদের তত্ত্বাবধানে) চলে যাচ্ছিল। "জাযায়াল লেমান কানা কুফের"—এটাই ঐ ব্যক্তির প্রতিদান বা পুরস্কার, যাকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

আহ্‌মদীয়া জামাতের সাথে এই দোয়াটির বিশেষভাবে সম্পর্ক এজন্যে যে, হযরতে আকদাস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সাথেও নূহের যুগ সম্বন্ধীয় কথা-বার্তা বলা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌তা'লা ইলহাম যোগে একাধিক বার তাঁকে বলেছেন যে, "তোমার উপরও নূহের ন্যায় যুগ আসবে এবং আমরা ঐরূপেই তোমাকে সাহায্য করবো।" সুতরাং এই সকল ইলহামের আলোকেই হযরতে আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) "কিশ্‌তি-এ-নূহ" পুস্তক রচনা করেন। এক সময় এরূপ ছিল, যখন "কিশতি-এ-নূহ" পাঠ করে নাই এমন কোন আহমদী কিশোর-কিশোরী খুঁজে পাওয়া দুস্কর ছিল। কিন্তু আজ আমি মনে করি আমাদের এরূপ অনেক প্রজন্ম অনেক দেশে এরূপ অনেক যুবক রয়েছে, যারা (পুস্তকটির) নাম তো শুনে রেখেছে কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকটি পড়ার তাদের সুযোগ হয়ে ওঠেনি। (অথচ) ইহা (পাঠ করা) এজন্য জরুরী যে, ঐ কিশ্‌তি (নৌকা), যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে দান করা হয়েছে তা কাষ্ঠ-ফলক এবং পেরেকের দ্বারা তৈরী করা হয়নি বরং এক শিক্ষামালার দ্বারা রচিত হয়েছে।

অতএব, বর্তমান যুগে যা এক ধ্বংসলীলার যুগ এবং রকমারী আযাব ধেয়ে আসার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ সময় আহমদীয়া জামাতের জন্যে জরুরী তারা যেন এই কিশতি-এ-নূহের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে খুব ভালভাবে ওয়াকেফহাল হয় এবং জেনে নেয় যে, কোন্ কিশ্‌তি বা নৌকোর সাহায্যে তাদেরকে বাঁচতে হবে। অন্যথা যে ব্যক্তি ঐ নৌকোয় আরোহিত হবে না তার বাঁচার সম্বন্ধে কোন আশা করা যেতে পারে না।

আজ মানুষ দু'ধরণের ধ্বংসলীলার সম্মুখীন। এক হলো আধ্যাত্মিক ধ্বংসলীলা। আর এক হলো পার্থিব ধ্বংসলীলা, এবং যেভাবে প্রকাশ হয়ে চলেছে—এই যুগে এ বিষয়বস্তু আক্ষরিকভাবে দৃশ্যতঃ পুনর্ঘটিত হবে না, কিন্তু তাত্ত্বিকরূপে এর পুনরাবৃত্তি ঘটবে। অতএব, আকাশ থেকে বারিবর্ষণ এবং ভূমি থেকে পানি উৎসরণ দু'টি অর্থে বর্তমান যুগের উপর প্রযোজ্য হয় এইরূপে যে, আধ্যাত্মিক ধ্বংসলীলা, যা আসমান থেকে মানুষকে নিপাত করছে আর একদিকে পার্থিব ধ্বংসলীলা, যা বিভিন্ন ধরণের আযাব ও দুর্যোগের দ্বারা—যেগুলি মানুষের পাপাচারের দরুন অবতীর্ণ হয়ে চলেছে, মানুষের দৈহিক বিপর্যয় ও বিনাশেরও উপকরণ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অতএব, জগদ্বাসী আজ উভয় প্রকারের ধ্বংসেরই সম্মুখীন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কিশতি-এ-নূহ পুস্তকে যে শিক্ষা প্রদান করেছেন, যদিও তা শতকরা একশ' ভাগ আমল করা খুবই কঠিন ব্যাপার এবং বিরলভাবেই এরূপ কেউ থাকতে

পারে, যে কি না বলতে পারে যে, এর সম্পূর্ণ শিক্ষা সে হৃদয়ঙ্গম করেছে এবং সে পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বলতে পারে যে, কার্যতঃ সে এর উপর প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু এই শিক্ষার উপর আমল করার এবং বদ্ধপরিকর হবার চেষ্টা করাই হলো প্রকৃতপক্ষে নাজাত বা পরিত্রাণ লাভের কারণ। কোন কোন আহমদী আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তারা যখন কিশতি-এ-নূহ পুস্তিকাটি পাঠ করেন তখন তারা নিজেকে (উক্ত) কিশতির মধ্যে বিদ্যমান পান না। তারা জিজ্ঞেস করেন, "আমরা কি করবো। এই পুস্তক পাঠে তো আমাদের ভয় লাগে, আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। কেননা কোন কোন এরূপ সূক্ষ্ম বিষয়াবলী এতে বর্ণিত হয়েছে—যেমন, "তোমরা যদি এরূপ কর তাহলে আমার জামাতভুক্ত নও, অথবা তোমরা যদি ঐরূপ কর তাহলে আমার জামাতভুক্ত নও।" অতএব তারা বলেন যে, আমরা প্রাশান্তির বাণী পাওয়ার পরিবর্তে বরং আমাদের অন্তর থেকে এক ভীতপ্রদ আওয়াজ আসে এবং আমাদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে যে, তোমরা ঐ সকল লোকের অন্তর্ভুক্ত নও যারা এই নৌকায় আরোহণকারী।

বাস্তবিকই, এইরূপ প্রতিক্রিয়া ও ধ্যান-ধারণা কেবল দু' একজনের অন্তরেই সৃষ্টি হয় না বরং প্রতিটি ব্যক্তি যে বিবেকের আওয়াজে কান পাতে তার অন্তরে এমনই ধ্যান-ধারণার উদয় হয়। আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে, ঐ পুস্তকটি পাঠ করতে গিয়ে কোন কোন সময় মানুষের অন্তর ও দেহে (ভীতিজনিত) কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মানুষ মনে করে যে, এখনও সে হযরতে আকদাস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্য হয়ে উঠে নি। কিন্তু অন্যদিকে আবার আর একটি দিকও আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত হওয়া খোদাতা'লার সন্তুষ্টি ব্যতিরেকে সম্ভব নয় এবং দোয়ার দ্বারাই সাহায্য ও আশ্রয় পাওয়া যায় এবং যে ব্যক্তি দোয়ার মাধ্যমে কিশতি-এ-নূহে প্রবেশ করার জন্য আকুল আবেদন জানাতে থাকে, তার প্রতিটি কদম এই শান্তির নৌকোর দিকে উঠতে ও অগ্রসর হতে থাকবে এবং তার এই প্রচেষ্টা ও পদচারণা কালীন যে পদক্ষেপের উপরই তার মৃত্যু আসুক না কেন, সে শান্তির ও নিরাপদ অবস্থায় মৃত্যু লাভ করবে। এ বিষয়বস্তুটি হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে অতি বিশদ ও প্রাঞ্জলরূপে বর্ণনা করে গিয়েছেন। একটি উপমার মাধ্যমে তিনি বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি অনেক পাপ করেছিল, এতোই পাপ করেছিল যে, কল্পনা করা যায় দুনিয়ার এমন কোন পাপ ছিল না যা তার দ্বারা সংঘটিত হয় নি—ঐ ধরণের সেই ব্যক্তি বিভিন্ন বুযুর্গ এবং বিভিন্ন আলেমের দরবারে উপস্থিত হতে থাকেন এবং তাঁদের সামনে নিজের করুণ অবস্থা পেশ করে বলতে থাকে যে, "এখন আমার মনে চায় যেন তওবা করি। আমার জন্যে কি তওবার কোন দুয়ার খোলা আছে?" প্রত্যেক আলেম ও প্রত্যেক বাহ্যদর্শী বুযুর্গ তাকে এ উত্তরই দিলেন যে, "তোমার জন্যে তওবার কোন দুয়ার খোলা

নেই। তুমি নিজের উপর তওবার প্রতিটি দুয়ারই বন্ধ করে বসেছ। কাজেই তোমার ক্ষমাপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা আর অবশিষ্ট থাকে নি।" কিন্তু পরিশেষে কোন এক বুযুর্গ তাকে এই পরামর্শ দিল যে "তুমি যদি অমুক শহরের দিকে চলে যাও, যা নেক (পুণ্যবান) লোকদের, সৎকর্মশীল (সালেহ) ব্যক্তিদের শহর—সেখানে গিয়ে বসবাস কর এবং বদ ও অসৎ জনবসতিকে পরিত্যাগ কর, তাহলে তোমার মুক্তিলাভের কোন উপায় হতে পারে।" এই নিয়্যত করে সে ঐ শহরের দিকে রওয়ানা হয়ে পড়লো কিন্তু পথে সে অসুস্থ হয়ে পড়লো এবং অবস্থা এরূপ দাঁড়ালো যে, তার পক্ষে চলা অসম্ভব হয়ে পড়লো। সুতরাং ঐ অবস্থায় সে মাটিতে লুটিয়ে উপুড় হয়ে কুনুইয়ের ভরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ঐ শহরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো আর এই অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে গেল। এমতাবস্থায় ফিরিশ্‌তারা খোদার সমীপে হাযির হলেন এবং ঐ ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে জিজ্ঞেস করলেন যে, "আমরা তাকে কাদের মধ্যে গণ্য করবো?" আল্লাহ্‌তা'লা উত্তর দিলেন, "এই বান্দা তওবার নিয়্যত করে ফেলেছিল এবং তার তওবার এমনই অপরূপ বিচিত্র অবস্থা ছিল যে, তার দেহ যখন অচল হয়ে গেল এবং কোন শক্তি আর ছিল না, তা সত্ত্বেও শেষ নিঃশ্বাস অবধি হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে সে সৎলোকদের শহরের দিকে নাড়া-চাড়া করতে থাকলো। অতএব, তার সাথে এই ব্যবহারই কর যে, ব্যবধানের পরিমাপ করে দেখ, যদি পুণ্যবানদের শহরের দিককার দূরত্ব কম সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য কর। আর যদি অসৎ ও পাপাচারী লোকদের শহরগুলির দিকে দূরত্ব কম সাব্যস্ত হয় তাহলে বুঝে নিও যে, তার ক্ষমাপ্রাপ্তির আর উপায় হলো না।" উপমাটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফিরিশ্‌তারা যখন দূরত্ব জরিপ করতে লাগলেন, তখন আল্লাহ্‌তা'লা অসৎ লোকদের শহরগুলির দিকের দূরত্বকে দীর্ঘায়িত করতে থাকলেন এবং সৎ ও পুণ্যবানদের শহরের দিকের মাটি সংকুচিত করতে থাকলেন এমন কি সর্বশেষ ফল দাঁড়ালো এই যে, ফিরিশ্‌তারা দেখলেন যে, ঐ শহরটি তার নিকটতর যেদিকে সে তওবার নিয়্যত বেঁধে অগ্রসরমান হচ্ছিল।

অতএব, তাঁর বান্দাদের সাথে আমাদের খোদার এইরূপই ব্যবহার। তিনি গফুরুর রহীম। তাঁর সম্বন্ধে নিরাশা হলো কুফরী এবং গোণাহ্‌র নামান্তর। অতএব, চেষ্টা এই হওয়া উচিত, আমাদের কদম পদচারণা যেন হিজরতের ক্ষেত্রে নেক ও পুণ্যবানদের দিকে নিয়োজিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই উপমাটির সম্পর্ক হলো হযরতে আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঐ বিখ্যাত হাদীসটির সাথে:—"ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যতে"—প্রত্যেক ব্যক্তির আমল বা কর্ম নিরূপিত হবে তার নিয়্যত অনুযায়ী। যদি তার হিজরত খোদাতা'লার দিকে হয়, তাহলে ঐরূপ ব্যক্তি খোদাতা'লার কাছ থেকে পুরস্কার লাভকারী হবে। আর যদি তার হিজরত কোন নারী বা অর্থের দিকে কিংবা কোন

পার্থিব স্বার্থে নিয়োজিত হয়, মুখে সে যাই বলুক না কেন, তার প্রতিদান সে তাই পাবে যেমনটি তার নিয়্যত হবে। অতএব, নিয়্যতের বড়ই গভীর সম্পর্ক রয়েছে সত্যিকার তওবা এবং চূড়ান্ত নাজাত বা মুক্তির সাথে।

এই দিক থেকে যখন আপনারা এই দোয়াগুলি করেন যা হযরত নূহ (আঃ)-এর তখন নূহের নৌকায় আরোহণের কল্পনাও তো সেই সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া উচিত। অন্যথা, এই দোয়াসমূহ গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে না এবং অর্থহীন হয়ে পড়বে। আপনারা দোয়া তো করবেন যে, "হে খোদা! নূহ (আঃ) যেভাবে তোমাকে ডেকেছিলেন আমরাও তোমাকে ডাকছি। আমরাও পরাভূত ও (শত্রু দ্বারা) আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি, আমরাও নিরুপায় হয়ে গিয়েছি, আমাদের জাতিও তাদের যুলুম ও নির্যাতনের দ্বারা আমাদের উপর প্রবল হয়ে পড়েছে। আমাদেরকে সাহায্য কর।" আর এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের কদম যদি এই যুগের নূহের বসতির দিকে অগ্রসরমান না হয় অর্থাৎ নেক লোকদের দিকে হিজরতের কদম না হয় বরং অসৎ ও পাপাচারী জামা'তগুলির দিকে হিজরতের কদম হয়ে থাকে, তাহলে এই দোয়াসমূহ একেবারেই বৃথা হয়ে যাবে। এগুলোর মধ্যে কোনই প্রভাব এবং কোনও ক্রিয়া শক্তি থাকবে না।

অতএব দোয়াসমূহের বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে জরুরী, যাঁদের এই সব দোয়া, আমরা যেন তাদের মতন হবার চেষ্টা করি। হযরত নূহ (আঃ) সকল দোয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে সামান্যতমও কোন দিক বাকী রাখেন নি যদ্বারা তিনি জাতির নিকট নাজাত ও পরিত্রাণ লাভের পয়গাম পৌঁছাতে পারতেন অথচ সেভাবে তা তিনি পৌঁছান নি। এর সবিস্তারে উল্লেখ পরবর্তী একটি দোয়ার মধ্যে আসবে।

আপাততঃ আমি আপনাদেরকে এটুকুই বলতে চাইয়ে, কিশতি-এ-নূহ পুস্তকটি পাঠ করতে থাকুন বস্তুতঃ বর্তমান যুগের নূহ হলেন সেই নূহ যাকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের গোলামী সূত্রে এই যুগটিকে প্রদান করা হয়েছে। যুগ-নূহের কিশ্‌তি হলো সেই কিশ্‌তি যার উল্লেখ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষাবলীর মধ্যে বিদ্যমান। অতএব, এই কিশ্‌তির মাঝে আরোহণে চেষ্টারত থাকুন এবং আল্লাহতালার সমীপে নিজেদের গাফলতিসমূহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। আমি দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, সেইদিকে যদি আমাদের কদম আগাতে থাকে, যদিও আমরা সে অবধি পৌঁছুতে পারি বা না পারি তথাপি খোদাতা'লার মাগফিরাত আমাদেরকে তার কাঁধে তুলে নিবে এবং স্বয়ং ঐ কিশ্‌তি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে, (ঐ নৌকায় আমাদের তুলে দিবে)।

(ক্রমশঃ)

হাদীসুল মাহ্‌দী

আল্লামা খিদ্‌র রহমান (রহঃ)

(২০শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ বিরুদ্ধবাদী আলেমগণ প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত ইমাম মাহদী আঃ-এর দাবী খণ্ডন করিতে যে সমস্ত হাদীস, তফ্‌সীর, ঈমান ও আকায়েদ সম্বন্ধীয় কথার অবতারণা করিয়া থাকেন ও করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে ইসলামী আকায়েদ ও শাস্ত্রীয় মূল-নীতি—বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের গোড়ার কথা উল্লেখ করা দরকার। এই শাস্ত্রীয় মূল-নীতি ও আকায়েদ সম্বন্ধীয় মৌলিক কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে বিতর্কিত বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্তে পেঁৗছা সহজ হইবে।

বিরুদ্ধবাদী মৌলবী মাওলানাগণ আহমদীয়া মতবাদের বিরুদ্ধে কিছু লিখিতে বা বর্ণনা করিতে জ্ঞানের অভাব বশতই হউক, বা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইসলামী আকায়েদ সম্বন্ধীয় শাস্ত্রীয় মূল-নীতি ও হাদীস শাস্ত্রীয় মৌলিক কথাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে আলোচ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ইসলামী আকায়েদ ও হাদীস সংক্রান্ত মূল-নীতির উল্লেখ করিতেছি। এই মূল-নীতিগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিলে এই আলোচনা সহজ হইবে।

১। একমাত্র আল্লাহ্‌র কালাম ও আল্লাহ্‌র রসূলের মীমাংসাই অভ্রান্ত। এতদ্ব্যতীত আর কাহারও মত অভ্রান্ত সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কুরআন শরীফে বর্ণিত হইয়াছে :

فان تنازعتم فی شیٔ فردوه الی الله و الرسول

"কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে আল্লাহ্‌ ও (তাঁহার) এই রসূলের মীমাংসার দিকে লক্ষ্য কর।" (সূরা নেসা, রুকূ : ৮)।

হাদীস শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে যে সমস্ত রেওয়ায়াত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটিই রসূল করীম (সাঃ)-এর হাদীস শাস্ত্র বিশারদ ইমামদের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদ আছে। এই জন্যই হাদীসসমূহকে 'যয়ীফ ; 'মাওযূহ' ইত্যাদি বহু শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে যথা—

اصل اقسام الحديث ثلاثة صحيح حسن ضعيف

হাদীসকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—'সহী' 'হাসান' ও 'যয়ীফ'।

و من اقسام الحديث الشاذ والمنكر والمعلل

'সায' 'মুন্‌কার' ও 'মুওয়াল্লাল' এই তিন ভাগেও হাদীসকে ভাগ করা হইয়াছে।"

الشاذ ما روى مخالفا مارواه الثقات

"যে হাদীস বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণনার বিরুদ্ধে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে 'সায' বলা হয়।

المنكر حديث رواه ضعيف مخالف من هو اضعف منه

"যে হাদীস অধিকতম দুষিত রাবীর বর্ণনার বিরুদ্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাকে 'মুনকার' বলে।"

الحديث المطعون بالكذب موضوع

যে হাদীসের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়া অভিযোগ আছে সেই হাদীসকে 'মাওযুহ্' বলা হয়।"

المعلل اسناد فيه علل و اسباب غامضة خفيفة قادحة فى الصحة ٥

"যে হাদীসের সনদের মধ্যে দোষ ও হাদীসকে সহী সাব্যস্ত করিবার বিরুদ্ধে আপত্তিকর কারণ নিহিত থাকে, সেই হাদীসকে 'মুওয়াল্লাল' বলা হয়।"

(খ) কোন কোন হাদীসে বা হাদীসের কোন কোন অংশে বর্ণনাকারী রাবীদের নিজের কথা বা অন্যের কথা প্রবিষ্ট হওয়াতে সেই হাদীসের মর্ম পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ আছে।

وان ادرج الراوى كلامه اوكلام غيره من الصحابى او تابعى مثلا لغرض من الاغراض .....فالحديث مدرج -

"যদি কোন রাবী, নিজের বাক্য কিংবা সাহাবী ও তাবেয়ীর মত অন্য কাহারও বাক্য, কোন উদ্দেশ্যে হাদীসের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে, তবে সেই হাদীসকে 'মুদ্‌রাজ' বলা হয়।"

(গ) কোন কোন হাদীস রাবীদের নিজের ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে কি না এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই রকম রেওয়ায়াতকে "রেওয়ায়াত বিল-মা'না" বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকে হাদীসরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না এ সম্বন্ধে মুহাক্কেকীনদের মধ্যে মতভেদ আছে। সুতরাং এই শ্রেণীর হাদীস অকাট্য প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

نقله بالمعنى و فيه اختلاف فالاكثرون على انه جائز ممن هو عالم بالعربية وعارف بخواص التراكيب و مفهومات الخطاب لئلا يخطئ بزيادة ونقصان - و قيل جائز فى مفردات الالفاظ دون المركبات و قيل جائز لمن استحضر الالفاظ حتى يتمكن من التصرف فيه وقيل جائز لمن يحفظ معانى الحديث و نسى الفاظها للضرورة فى تحصيل الاحكام واما من استحضر الالفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة و هذا الخلاف فى الجواز و عدمه اما اولية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليها لقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرء سمع مقالتى فوعاها كما سمع الحديث وانقل بالمعنى واقع فى الكتب الست و غيرها -

"নকল-বিল-মানা (অর্থাৎ নিজের ভাষায় হাদীস বর্ণনা করা) সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকেই আরবী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ এবং বাক্য-পদ্ধতি ও বাক্য-বিন্যাস ও বাক্যের মর্ম পারদর্শী ব্যক্তির পক্ষে ইহাকে জায়েয মনে করেন, যেন কোন সম্বন্ধে বিশিষ্ট রকমের বেশ-কম করিয়া ভুল না করিয়া বসেন। কেহ কেহ বলেন, শুধু শব্দ পরিবর্তিত করা জায়েয আছে, বাক্য পরিবর্তন করা জায়েয নহে। কেহ কেহ বলেন, হযরতের প্রকৃত শব্দগুলি যাহার স্মরণ আছে তাঁহার পক্ষে শব্দ পরিবর্তন করিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করা জায়েয আছে, যেহেতু হযরতেরই ধর্ম ঠিক রাখিয়া নিজের ভাষায় বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আছে। কেহ কেহ বলেন, হাদীসের মর্ম স্মরণ আছে অথচ হাদীসের শব্দগুলি স্মরণ নাই এমন ব্যক্তির পক্ষে দরকার বশতঃ মর্ম বর্ণনা করিয়া দেওয়া জায়েয আছে, কিন্তু যে ব্যক্তির শব্দ স্মরণ আছে, তাঁহার পক্ষে নিজের ভাষায় মর্ম বর্ণনা করা জায়েয নহে। এই মতভেদ তো হইল নিজের ভাষায় হাদীসের মর্ম বর্ণনা করা জায়েয কি না এ সম্বন্ধে, কিন্তু নিজে কোন রকম হস্তক্ষেপ না করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ভাষায় হাদীস বর্ণনা করাই যে সবচাইতে উত্তম, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই, কারণ রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—আল্লাহ্‌ সাহায্য করেন সেই ব্যক্তিকে যিনি আমার কথা শুনিয়াছেন এবং স্মরণ রাখিয়াছেন এবং যেরূপ শুনিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। রাবীদের নিজের ভাষায় বর্ণিত হাদীস সিহাসিত্তা এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবগুলিতে বিদ্যমান আছে।"

(মিশ্‌কাত)

(ঘ) হাদীস শাস্ত্রের গ্রন্থগুলিতে ইমাম মাহ্‌দী সম্বন্ধীয় যত হাদীস বর্ণিত আছে উহাদের প্রত্যেকটির সম্বন্ধেই সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া হাদীস শাস্ত্র-বিশারদ ইমামগণ আপত্তি উঠাইয়াছেন। এই সমস্ত আপত্তির আলোচনা করিয়া নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁ মরহুম তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "হুজাজুল কেরামা ফী আসারিল কেয়ামাহ্‌"র ৩৬৫ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন :

هرچند احادیث وارده در وجود مهدی آخر زمان و ظهور وی دران اوان بنابر کثرت
طرق بعد شهرت واستفاضه رسید و انکار جمعی را از منکرین وجود او از هم پاشیده
لیکن شک نیست درانکه اسانید اکثر طرق وی معلول است بعلت رجال اسانید
وسوء حفظ یا سوء رأی وغیره ذلک اما آنچه ازوی در سنن ترمذی و ابوداؤد وابن
ماجه بزار حاکم و طبرانی وابو یعلی موصلی ودار قطنی وغیرهم مروی گشته اصح
است ازغیر ان خصوصا اقل قلیل آن در صحیحین است نیز الا اجماع بر تلقی
وی بقبول و عمل برانچه درو ست دراست متصل گشته ودرین اجماع اعظم حمائت
و احسن دفع است و غیر صحیحین بمثابه صحیحین نیند و مجموع این
روایات ضعیفه و مطعونه افاده صحت شهادت وجود وی در آخر زمان میکنند
اگرچه خالص ازانها از نقد اقل قلیل باشد و الله اعلم - (حجج الکرامه ص ۳۶۵)

"যদিও আখেরী যামানার ইমাম মাহদী সম্বন্ধীয় হাদীসগুলি বহু ও বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হইয়া যে খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহা—যাহারা তাঁহার আগমনই অস্বীকার করে—তাহাদের মত খণ্ডন করিয়াছে, তথাপি ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলির অধিকাংশ সনদই রাবীদের অজ্ঞতা, স্মরণ শক্তির অভাব, দুর্বলতা ও আপত্তিকর অভিমত ইত্যাদি দোষে দুষিত। তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে-মাযা, বজ্জার, হাকেম, তিবরাণী, আবু ইয়ালি, মুসলিম, দারকুতনী প্রমুখ মুহাদ্দেসীনগণ হইতে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাহা অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী সহী, বিশেষতঃ এই সকল হাদীসের মধ্যে সহী বুখারী ও সহী মুসলিমে যতটুকু আছে। কেননা সহী মুসলিম ও সহী বুখারীতে যাহা আছে তাহা গ্রহণ ও আমল করা সম্বন্ধে সমস্ত মুসলমান একমত হইয়া আসিতেছেন। এই একমত হওয়াটাও একটা বড় রকমের সমর্থন বা উৎকৃষ্ট প্রতিবাদ। অন্যান্য কিতাবগুলি সহী বুখারী ও সহী মুসলিমের তুল্য নহে। মাহদী সংক্রান্ত দুর্বল ও সন্দেহযুক্ত হাদীসগুলির সমষ্টি শুধু এতটুকুই প্রমাণ করে যে, আখেরী যামানায় ইমাম মাহদী আসিবেন ফলতঃ রেওয়ায়াতগুলি সন্দিগ্ধ হওয়া সত্বেও এত বহুল যে, উহাদের দ্বারা মাহদী সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত না হইলেও মাহদী যে আসিবে এই কথাটুকু প্রমাণ হয়।

ঙ) হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ সহী বুখারী ও সহী মুসলিমে প্রতিশ্রুত মসীহ ছাড়া পৃথক কোন মাহদীর কোন হাদীস স্থান পায় নাই—ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম মসীহে মাওউদ ছাড়া আর কোন মাহদীর কথা উল্লেখ করেন নাই।

চ) ইমাম মাহদী সম্বন্ধে বিভিন্ন হাদীসে তাঁহার নাম, বংশ, আবির্ভাবের স্থান, লড়াই ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন বর্ণনা আছে, তাহা পরস্পর এত বিরোধী যে, একই ব্যক্তির প্রতি ঐ সকল হাদীস আরোপ করা অসম্ভব।

নাম

কোন কোন হাদীসে আসিয়াছে—'তোমাদের নবীর নামে তাঁহার নাম হইবে'। (আবুদাউদ)

يسمى باسم نبيهم

আবার "কোন কোন রেওয়ায়াতে মাহদীর নাম 'আহমদ' আসিয়াছে।

در بعض روایات نام وی احمد آمده

কেহ কেহ মাহদীর নাম সম্বন্ধে কোনই গুরুত্ব দেন নাই। তাঁহারা খলীফা উমর ইবনে আবদুল আযীযকেও মাহদী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

لو كان في هذه الامة مهدي فهو عمر ابن عبد العزيز

"এই উম্মতে যদি কোন মাহদী থাকিয়া থাকেন তবে তিনি উমর ইবনে আবদুল আযীয।" (তারিখুল খুলাফা)

অতএব মাহদীর নাম সম্বন্ধে হাদীস হইতে নিশ্চিত করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

বংশ

কোন কোন রেওয়ায়াতে আসিয়াছে—"মাহদী আমার বংশধর ফাতেমার আওলাদ হইতে হইবেন।" (মিশকাত)

المهدى من عترتى من اولاد فاطمة -

আবার ইহাতেও মতভেদ আছে যে, তিনি হাসানের বংশধর হইবেন, না হুসেনের বংশধর হইবেন। (হুজাজুলকেরামা)

مهدى از اهل بيت باشد اولاد فاطمة حسن يا حسين عليه السلام

আবার মাহদী আব্বাসের বংশধর হইবেন এরূপও আসিয়াছে।

كعب احبار گفته مهدى از اولاد عباس باشد اخرجه نعيم ابن حماد ودار قطنى در افراد وابن عساكر در تاريخ خود -

"কাবে আহবার বলিয়াছেন, মাহদী হযরত আব্বাসের বংশধর হইতে হইবেন। নাঈম ইবনে হাম্মাদ ও দারকুতনী 'এফ্‌রাদে' ও ইবনে আসাকের তাঁহার নিজের ইতিহাসে এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।" (হুজাজুল কেরামা, ৩৬৫ পৃঃ)

অতএব মাহদীর বংশ সম্বন্ধেও নিশ্চিত হইয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

স্থান

মাহদী মদীনা হইতে হইবেন—

رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة (مشكوة)

"এক ব্যক্তি মদীনা হইতে পলায়ন করিয়া মক্কার দিকে আসিবেন।" (মিশকাত)

মাহদী খুরাসানের দিক হইতে আসিবেন।

اذا رأيتم الرايات السود قد جائت من قبل الخراسان فائتوها فان فيها خليفة الله المهدى - (مشكوة)

"তোমরা যখন কাল পতাকাগুলি দেখিতে পাইবে, যাহা খুরাসানের দিক হইতে আসিয়াছে, উহাদের নিকটে যাইও, কেননা উহাদেরই মধ্যে আল্লাহ্‌র খলীফা মাহদী থাকিবেন।" (মিশ্‌কাত)

মাহদী পশ্চিম দেশীয় হইবেন—

قرطبى در تذكرة خود گفته كه مولدش ببلاد مغرب است وروى ازانجا براه ريا بيايد (حجج الكرامة)

"কারতবী তাঁহার তাযকেরা নামক কেতাবে বলিয়াছেন, মাহদীর জন্মস্থান পশ্চিম দেশে এবং তিনি দরিয়ার পথে আসিবেন।" (হুজাজুল কেরামা)

(অবশিষ্টাংশ ২২ পাতায় দেখুন)

একটি অসম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত তবলীগি সফর

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

১৪ ও ১৫ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জামা'তের নব নির্মিত হলে সর্ব ধর্ম সম্মেলন ও সীরাতুন্নবী জলসা। ডাক এসেছে, আমাকে সেখানে অবশ্যই যেতে হবে। এ ছাড়া আসামে ১৮ তারিখ জলসা হবে বড় পেটা জেলায়। তাতেও আমাকে যেতে হবে। আসামের বন্ধুরা চিঠি পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, তারা আমার বই পড়েছেন কিন্তু আমার বক্তৃতা কখনও শুনেন নি এবং আমাকেও তাঁরা দেখেন নি। আমি একজন প্রাক্তন আসামী অর্থাৎ অহমিয়া। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের পূর্বে সিলেট জিলা ছিল আসামের অন্তর্গত। আমার জন্ম সেই ব্রিটিশ আমলের সিলেটের একটি অঞ্চলে। কিন্তু আসামে জন্ম নিলেও আমি আসাম কখনও দেখিনি (করিমগঞ্জ ছাড়া)। আমার স্ত্রীর কাছে শিলং এর সুন্দর বর্ণনা শুনি। তিনি ছোট বেলায় কিছু দিন শিলং ছিলেন নানার (তৎকালীন মন্ত্রী) বাসায়।

শরীর এবং মন দুটিই খারাপ। পরামর্শ চাইলাম সহধর্মিণীর কাছে। তিনি বল্লেন, "যান, যতদিন লোকে ডাকে ততদিন যান। শরীর নষ্ট হয়ে গেলে আর কেউ ডাকবে না। অতএব আল্লাহ্‌র ফযলকে আর হেলা করবেন না। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে ওরা একমাত্র আপনাকে দাওয়াত করেছে, তাই যেতে হেলা করবেন না।" ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতি চাইলাম, তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখিত অনুমতি দিলেন। গেলাম ভারতীয় দূতাবাসে, সেখানে ভিসা পেয়ে গেলাম ঐ দিনই। ওখানে জানলাম, আসাম (অসম, ওদের উচ্চারণ অহম, অর্থ, যা সমান নয়) যেতে হলে পৃথক পারমিট লাগবে। ছয় সপ্তাহ লাগবে স্পেশিয়াল পারমিট পেতে। অফিসারের সাথে দেখা করলাম। পরিচয় ছিল। সব কিছু শুনার পর তিনি আমার জন্য বিশেষভাবে আসামে যাবার পারমিটের ব্যবস্থা করলেন। এ জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বই উপহার দিলাম। কলিকাতায় আমি প্রথম যাই ১৬ই জানুয়ারী ১৯৬০ সালে রাবওয়াহ যাবার পথে ট্রানজিট ভিসা নিয়ে। ২০৫, নিউ পার্ক ষ্ট্রিটে তখনও মসজিদ নির্মিত হয় নি। মৌলানা বশির আহমদ দেহলবী বেদ ভূষণ সেখানকার মোবাল্লিগ। মুনীর আহমদ বানী সাহেব তার গাড়ীতে করে কলিকাতা দেখালেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর কাদিয়ান যাবার পথে ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ সালে কলিকাতা যাই। তখন দ্বিতল মসজিদ এবং মোবাল্লেগ কোয়ার্টার তৈরী হয়ে গেছে। এরপর বহুবার গিয়েছি কলিকাতায়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বহু স্থানে বক্তব্য রেখেছি এই কলিকাতাকে প্রবেশ পথ করে। কলিকাতায় কলির কথা বলেছি অসংখ্য বার।

বর্তমানে কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের আমীর হলেন মোহাম্মদ মাশরেক আলী মোল্লা সাহেব। ইনি ডবল এম, এ, এবং একজন কৃতী শিক্ষক। ১৯৬৫ সালে বয়াত করেন।

তবলীগি জামা'তে ছিলেন। কবিরা নামক গ্রামে তার জন্ম। এখন সেখানে একটি বড় জামা'ত কায়েম হয়েছে। দুই ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে থাকতেন আঞ্জুমানের কাছে একটি ছোট বাসায়। শিক্ষকতা করে সংসার চালাতেন এবং দিন রাত দেওয়ানা হয়ে তবলীগ করতেন। আল্লাহ্ তার তবলীগে বরকত দিয়েছেন। পশ্চিম বঙ্গে বহু নূতন জামা'ত কায়েম হয়েছে। আসামে একটি জামা'ত কায়েম হয়েছে। আসামে একটি জামা'তও ছিল না। আজ ৪৩টি স্থানে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত। হুযুর (আইঃ) স্বয়ং মাশরেক আলী সাহেবের প্রশংসা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ইসমত উল্লাহ ইংল্যাণ্ড জলসায় হুযুরের (আইঃ) নযম গেয়ে খ্যাতি লাভ করেছে। তাঁর বড় পুত্র আব্দুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ার। উভয় পুত্রই জাপানে রোজগার করে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে কাদিয়ানে। বাঙ্গালী মেয়ে আর পাঞ্জাবী ছেলে। আহমদীয়াত পূর্ব ও পশ্চিমকে এক করে দিয়েছে। 'মাশরেক' গিয়েছে মাগরেবে। দুই ছেলে আজ ডলার পাঠায় বাপের জন্য। সত্যি আল্লাহ কারো কর্জ রাখেন না। মাশরেক আলী সাহেব একজন সহজ, সরল নিরহঙ্কার ব্যক্তি। জামা'তের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ। হযরত মির্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব তাকে নিজ হাতে 'ঋতুপত্র মেডেল' পড়িয়েছেন কলিকাতার জুবিলী জলসায় তবলীগে কৃতিত্বের জন্য।

১৪ তারিখ আহমদীয়া হল, নিউ পার্ক ষ্ট্রিটে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলিম পণ্ডিতেরা বক্তব্য রাখেন। আমি ছিলাম ঐ সভায় বিশেষ অতিথি। আমার বক্তব্য শুনে প্রধান অতিথি ডঃ নিমাই সাধন বসু (প্রাক্তন ভাইস চেন্সেলর বিশ্ব ভারতী) বলেন, "এমন দুঃসাহসিক বক্তা খুবই বিরল। আমি ধর্ম সভায় যেতে ভয় পেতাম। কারণ, আজকাল ধর্মসভা অর্থই সাম্প্রদায়িক সভা। কিন্তু আহমদী জমাতের সভায় এসে আমি সাহসী হয়েছি, ধর্মের ব্যাপারে আশাবাদী হয়েছি। আহমদীদের ত্যাগ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি এদেরকে শ্রদ্ধা জানাই। এরা জয় যুক্ত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।" ডক্টর বসুর সঙ্গে আমার পরিচয় শান্তি নিকেতনে। তাকে আমার কয়েকটি বই উপহার দিয়েছিলাম। গত বৎসর তিনি বাংলাদেশে ভারত মৈত্রী সমিতির আমন্ত্রণে এদেশে বক্তব্য রেখে গেছেন। ডক্টর অমলেন্দু দে (যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রধান, নানক চেয়ারের অধ্যাপক ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এশিয়াটিক সোসাইটি) ইতিহাস পর্যালোচনা করে ইসলামের প্রশংসা করলেন। প্রশংসা করলেন আহমদী জমাতের। যুগে যুগে রাজনীতির আবর্তে পড়ে ইসলামের যে কত ক্ষতি হয়েছে তা স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলেন। বল্লেন, রাজনীতি থেকে ধর্মকে মুক্ত করতে হবে। বিশপ কলেজের একজন প্রভাষকের সাথে কথা হয়েছিল। বলেছিলাম, তাদের কলেজে একটা আলোচনার ব্যবস্থা করতে। তিনি প্রিন্সিপালের সাথে পরামর্শ করে আমাকে জানাবেন বললেন। তিনি পরে চিঠি দিয়ে জানালেন,—

Very unfortunatly our day to day is very full

ইত্যাদি ইত্যাদি। ওদের ভদ্রতাজ্ঞান আছে। তাই 'না' টাও সুন্দর করে লিখে জানিয়েছেন। ওরা বলেন, ভদ্রতা দেখালে তেমন কোন খরচ হয় না, অথচ সংসারে অনেকেই এমন বখিল যে বিনা পয়সার ভদ্রতাও খরচ করতে চায় না।

আসাম যাবার জন্য আমার টিকেট রিজার্ভ হয়ে গেছে। হঠাৎ করে আসামে সৈন্য পাঠান হল, আসামকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হল। আলফা (ULFA) দের উৎপাত। ওরা আসামের স্বাধীনতা চায়। পাঞ্জাব, কাশ্মীরের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। ওখান কার পত্র পত্রিকা লিখেছে আলফাদেরকে নাকি বাংলাদেশ সাহায্য করছে। বন্ধুরা অনেকেই বল্লেন যে, আমার যাওয়া ঠিক হবে না। আমীর সাহেব নিয়ে যাবার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সমর্থন পেলেন না। অতএব আমার আর আসাম যাওয়া হল না। সিলেট বর্ডার দিয়ে বহু পূর্বেই আসামে বেড়াতে যেতে পারতাম কিন্তু যাইনি। কারণ, আমার সব বিদেশ ভ্রমণই ধর্মীয়। ব্যক্তিগত কারণে কখনও আমি বিদেশ যাইনি। পাকিস্তান, ভারত, সৌদী আরব, ইংলণ্ড, মস্কো সবই ধর্মীয় সফরের আওতায়। কাশ্মীর গিয়েছিলাম শুধু দেখতে নয়, ঈসার (আঃ)-এর কবর জিয়ারত করতে। ইনশাল্লাহ, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে যদি আবার সুযোগ আসে তাহলে আসাম যাওয়া হবে। আসামের ভাইদেরকে দূর থেকে জানাই—শুভেচ্ছা। আর পশ্চিম বঙ্গে যারা আমাকে এবং আমার বইকে ভালবাসেন তাদেরকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

সঙ্গে করে সদ্য প্রকাশিত 'রাশিয়ার কমিউনিজমের সূর্যাস্ত ও ইসলামের নব সূর্যোদয়' বইটি নিয়ে গিয়েছিলাম। কাদিয়ান থেকে আগত নাযের সাহেব একটি কপি নিয়ে গেলেন অনুবাদ করাবেন বলে। বল্লেন, ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বই বের করে বাংলাদেশ জামা'ত ভাল কাজ করেছে। সময় চলে গেলে ফল তেতো ভাল হয় না। তিনি বাংলাদেশের কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। মৌলানা এনাম ঘোরী সাহেব বল্লেন যে, এবার কাদিয়ানে সাজ সাজ রব। নূতন নূতন দালান উঠছে। প্রস্তুতি চলছে শত বর্ষপূর্তি সালানা জলসার। ১৮৯১ সালে প্রথম এই জলসা হয় ৭৫জন লোক নিয়ে। আজ আহমদীয়াত ছড়িয়ে গেছে ১২৬টি দেশে। নানা দেশ থেকে হাজার হাজার আহমদীর আগমন হবে। জার্মান ও কানাডার আহমদীরা নিজ খরচে গেষ্ট হাউস বানিয়ে দিচ্ছেন। ডিসেম্বরের শীত উপেক্ষা করে রূহানী উত্তাপ লাভের জন্য বহু লোক সমাগম হবে দূর দূরান্ত থেকে। শতবর্ষ পূর্তি জলসার সঙ্গে যদি মিলন ঘটে বিশ্ব নেতা খলীফার তাহলে তো সোনায় সোহাগা। বাংলাদেশ থেকে যাতায়াতে দুই হাজার টাকা দরকার। তবে আরামে যেতে হলে পূর্বাহ্নে টিকেট রিজার্ভ করান দরকার। দীর্ঘ সফর, শীত বস্ত্র থাকতে হবে সঙ্গে। কাদিয়ান যাবার জন্য বাংলাদেশীদেরও প্রবেশ পথ হবে এই কলিকাতা।

সম্প্রতি আসামী ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে কলিকাতা থেকে। ২২ পারা পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন মরহুম খান বাহাদুর আতাউর রহমান সাহেব। ২৩ পারা থেকে শেষ পর্যন্ত ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছেন জনাব হাবিবুল কাদের সাহেব। প্রকাশক ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল, ইসলামাবাদ। আমি এক কপি কিনলাম নব্বই রুপীতে। আমরা বাংলা অনুবাদ যেভাবে বিলিয়েছি ওরা তেমনভাবে মুফ্‌ত দিতে রাজী নন। কারণ, এর ফলে অপাত্রে চলে যায় এই মূল্যবান সম্পদ। অনেক ক্ষেত্রে ফেৎনাবাজরা এনিয়ে ফেৎনা সৃষ্টি করে। ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, "শুকরের গলায় মুক্তার মালা দিও না।" অনুবাদটি ভারতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হলেও এর প্রকাশ সরাসরি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নয়— ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল, ইংল্যাণ্ড। এর ফলেও অনেক ফেৎনা থেকে মুক্ত থাকা যায়। কেউ আক্রমণ করলে তা সরাসরি জামা'তের গায়ে লাগে না। পৃথিবীর অধিকাংশ অনূদিত কুরআন মজীদ ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল, টিলফোর্ড এর নামে প্রকাশিত। যদিও এর ব্যয়ভার বহন করেছে নানা দেশের জামা'ত এবং ব্যক্তি।

পশ্চিম বঙ্গের আমীরের সংক্ষিপ্ত নাম এম, এম, আলী। আমাদের বাংলাদেশের আমীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত নামও এম, এম, আলী। দুই বাংলার দুই আমীরের সংক্ষিপ্ত নাম একই ধরণের। তবে একজন প্রাদেশিক এবং অন্যজন ন্যাশনেল।

সবশেষে দোয়া করি এই এম, এম, আলীদের নেতৃত্বে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে আহমদীয়াতের ব্যাপক প্রসার ঘটুক। আমীন।

(১৮ পাতার পর)

মাহদী মসজিদে-আকসা হইতে হইবেন—

برآمدن مهدی ازمسجد اقصی هم گفته

"মসজিদে-আকসা অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে মাহদী বাহির হইবেন এরূপও কেহ কেহ বলিয়াছেন।" (হুজাজুল কেরামা, ৩৬৫ পৃঃ).

কারা নামক গ্রামে মাহদীর জন্ম হইবে—

دوارشاد المسلمین گفته مولد وی در دهی باشد که آن راکرعه گویند

"এরশাদুল মুসলেমীন কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহদীর জন্ম 'কারা' নামক গ্রামে হইবে।" (হুজাজুল কেরামা, ৩৬৮ পৃঃ)

"কাদিয়া" নামক গ্রাম হইতে মাহদী বাহির হইবেন—

يخرج المهدى من قرية يقال لها كدعه (جواهر الاسرار)

'কাদিয়া' নামক গ্রাম হইতে মাহদী বাহির হইবেন।" (জোওয়াহেরুল-আসরার)

সুতরাং হাদীস হইতে আবির্ভূত স্থির-নিশ্চিত হইয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই যে, মাহদী কোথা হইতে হইবেন। (চলবে)

আপনাদের চিঠি পেলাম ঃ

(১) ডাঃ আবদুল্লাহ আল মামুন
আহমদীয়া হসপিটাল
ঘানা।

প্রিয় ভ্রাতা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার ২৩/৩/৯২ তারিখের চিঠি ১৮/৪/৯২ তারিখে পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। বাংলাদেশের যে ভাই বোনেরা ভিন দেশে গিয়ে প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচারে ও মানবতার সেবায় নিয়োজিত আছেন তারা আমাদের গৌরবের একটি মহান উৎস। আপনার চিঠিটি জামাতকে পড়ে শোনানো হয়েছে। দোয়ার জন্য অনুরোধও জানানো হয়েছে। এটি পাক্ষিক আহ্‌মদীতে প্রকাশের চিন্তা করছি।

আপনার চিঠিতে ঘানার একটি চিত্র ফুটে ওঠেছে যাতে বাসিন্দাদের সামাজিক জীবনে ধর্মীয় উদারতার ব্যাপক পরিচয় মিলে।

আপনার তবলীগে আল্লাহ্‌র বান্দারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন ও গ্রহণের পথ খুঁজে পাচ্ছেন জেনে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি।

বাংলাদেশের মোল্লা-মৌলবীরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে অ-মুসলিম ঘোষণার জন্য জোর আন্দোলন করছে। এ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ আমাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করছেন এবং তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিভিন্নভাবে তবলীগের প্রসার ঘটছে।

সেখানকার ভাই বোনদের দরবারে আমাদের শুভেচ্ছা, সালাম ও দোয়ার আবেদন রইল।

দোয়া করছি দোয়া চাই,
দোয়ার তুল্য কিছু নাই।

(২) বিথীকা
সিরাজগঞ্জ

স্নেহের মা বিথীকা

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

তোমার পরিচয় ও ঠিকানা পেতে দেরী হওয়ায় চিঠি দিতে দেরী হলো। ২১শে এপ্রিল '৯২ বুধবার 'আগামী' পত্রিকাটি (যদিও পত্রিকাতে ১লা মে লিখা—ইহা দু'দিন আগেই

বের হয়েছে) খুলে 'প্রতিক্রিয়া' অংশে তোমার লিখাটি পড়ি। লেখাটি বেশ তথ্যবহুল এবং জোরালো কিন্তু সহজ সরল হয়েছে। আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় এ ধরণের লেখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই তোমাকে কলমের সাধনা দ্বারা 'সুলতানুল কলমের' নিষ্ঠাবান সেবিকা হতে বলছি। মনে রেখো প্রকৃত ইসলামের সেবার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কলমের সৈনিক, সৈনিকাদের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে ব্যক্তি ও সামাজিক জীবন ততই অবক্ষয় মুক্ত হবে। ততই 'নতুন জগত' গড়ার পথ প্রশস্ত হবে। মানবতাকে প্রকাশ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এর চেয়ে মহৎ প্রয়াশ খুব কমই আছে।

তোমার ও তোমাদের পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবলের হাফেয ও নাসের হউন।

দোয় করছি দোয়া চাই,
দোয়ার তুল্য কিছু নাই।

স্বাক্ষর-মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
বাংলাদেশ

বিশেষ দোয়ার এলান

মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব কিছুদিন যাবৎ পেটে গ্যাস ও অর্শজনিত রোগে ভুগছেন। কখনও ভাল থাকেন আবার কখনও অসুস্থতাবোধ করেন। তিনি সকলকে 'আস্‌সালামু আলায়কুম' জানিয়েছেন।

তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ুর জন্যে সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে এমন কর্মক্ষতা দান করেন যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের খেদমত করতে পারেন।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
অফিস সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামাত,
বাংলাদেশ

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিন

জামা'ত ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে হুযূর (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত দোয়া ছাড়াও অন্যান্য মসনুন দোয়াগুলো যেন সবাই রীতিমত পাঠ করে সেদিকে নেগরানী করার জন্যে জামা'তের কর্মকর্তা ও মুরব্বী মোয়াল্লেমগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যারা পারেন নফল রোযা রেখে এবং যে জামা'তে সম্ভব সদকা দিয়ে আল্লাহ্‌তা'লার রহমত ও করুণাকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

মজলিসে শূরায় যাতে প্রত্যেক জামা'ত থেকে প্রতিনিধি আগমন করেন সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যেও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখন পর্যন্ত খুব কম সংখ্যক জামা'ত থেকে শূরার প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এদিকেও যত্নবান হওয়ার জন্যে বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এ শূরায় ন্যাশনাল আমীরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩০শে জুন '৯২ লাযেমী চাঁদার আথিক বছর এবং পাক্ষিক আহ্‌মদীর আর্থিক বছর শেষ হতে যাচ্ছে। আপনার জামা'তের লাযেমী চাঁদার বাজেট যাতে পরিপূর্ণভাবে আদায় হয় আর যারা পাক্ষিক আহমদীর গ্রাহক তারাও যাতে আগামী বছরের চাঁদা এখন থেকেই আদায় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেজন্যে প্রচেষ্টা চালাতে অনুরোধ করছি। ১৯৯২-৯৩ সনের লাযেমী চাঁদার বাজেট প্রণয়ন করে শূরায় নিয়ে আসার জন্যেও অনুরোধ করা যাচ্ছে।

দেরীতে পাওয়া খবরে আমরা জানতে পেরেছি যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (আইঃ) ২৮-৬-৯১ তারিখের খোতবায় জামা'তের সকলকে কিশতিয়ে নূহ পুস্তক পাঠ করার তাগিদ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও আমার নিকট রিপোর্ট পাঠাবেন। সবার নিকট পুস্তক না থাকলে রীতিমত দরসের ব্যবস্থা করবেন।

স্বাক্ষর / মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

খিলাফত দিবস পালন করুন

আগামী ২৭ মে, ১৯৯২ তারিখ "খিলাফত দিবস" এবং এই দিবসটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই "খিলাফত দিবস" যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালনের

জন্য সকল জামাতের কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানাইতেছি। সেই সংগে দিবসটি উদযাপনের পর উহার একটি রিপোর্ট মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের খেদমতে প্রেরণের জন্যও আপনাদিগকে অনুরোধ করা হইল।

স্বাক্ষর—এন, এন, মোহাম্মদ সালেক
জেনারেল সেক্রটারী

কাদিয়ানের সালানা জলসা-'৯২

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কাদিয়ানের এ বছরের সালানা জলসা ২৬-২৮ শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের অনুমোদন দিয়েছেন। আল্লাহতালা সকল দিক থেকে ইহাকে কল্যাণমণ্ডিত করুন। আহবাব এ বরকতপূর্ণ জলসায় যোগদানের জন্যে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আল্লাহতালা আগের চাইতে অধিক সংখ্যক ভাই ও বোনকে ৯২-এর সালানা জলসায় যোগদানের তৌফীক দান করুন।

নাযের দাওয়াত ও তবলীগ, কাদিয়ান
(৩০-৪-৯২ তারিখের বদরের সৌজন্যে)

সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

ভাতগাঁও জামাত

গত ১০/৪/৯২ইং তারিখে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, ভাতগাঁও এর মসজিদ প্রাঙ্গণে ৭ম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেব এতে উপস্থিত ছিলেন। এ জলসায় হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের লক্ষণাবলী, নবুওয়াতের কল্যাণ, আমি কিভাবে আহমদী হলাম, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তরবীয়তে আওলাদ এবং সীরাতে খাতামান নবীঈন (সাঃ)-এর উপর আলোচনা হয়। তরবীয়াতে আওলাদ এবং সীরাতে খাতামান নবীঈনের উপর বক্তব্য রাখেন মৌলানা সালেহ আহমদ সাহেব।

জলসায় বিভিন্ন জামা'ত থেকে প্রায় ৩শত লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। ২৫/৩০ জন অ-আহমদী ভাইও এতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

ইসমাঈল আহমদ
চেয়ারম্যান জলসা কমিটি

পিতামাতা দিবস পালন

২৪-৪-৯২ তারিখ মজলিস আতফালুল আহমদীয়া কুমিল্লার উদ্যোগে মজলিসের কায়েদ জনাব আবুল হোসেন ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে 'ইয়াওমে ওয়ালে দাইন' অর্থাৎ পিতামাতা দিবস পালিত হয়। তরবীয়তে আওলাদ বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আলী আকবর ভুঁইয়া,

মোহাম্মদ ইদ্রিস, আলহাজ্জ শামসুল হক, মোহাম্মদ আলী ভুঁইয়া, ডাঃ এম, এ, আজিজ ও মুহাম্মদ আবদুস সালাম। সভায় ৭৫জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

খালেদ মোশাররফ
কুমিল্লা

হযরত বেগম সাহেবার দাফন কার্য সম্পন্ন

৪-৩-৯২ তারিখ রোজ শনিবার যোহর ও আসরের নামাযের বাদে টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে হযরত বেগম সাহেবার জানাযার নামায পড়া হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) এর ইমামতীতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের প্রায় ৫০০০ আহমদী এ জানাযার নামায পড়েন। ৩টার সময় বেগম সাহেবের মরদেহ দাফনের জন্যে ইসলামাবাদ থেকে ওকিং এর ক্রকউড আহমদীয়া কবরস্থানে নেয়া হয়। সারে পুলিশ নিরাপত্তা সহযোগিতা প্রদান করেন। হুযুর (আইঃ) আর তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বেলা ৪টার সময় মরদেহ কবরে শায়িত করা হয়। এরপর হুযুর (আইঃ) শেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন। এতে হুযুর (আইঃ)-এর পরিবারবর্গসহ প্রায় ৩০০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জামাত থেকে, যেমন যুক্তরাজ্য, জামাত পাকিস্তানের জামা'তসমূহের আমীর ও প্রতিনিধিবৃন্দ, এবং আমেরিকা, কানাডা, জার্মানী, নরওয়ে, নেদারল্যাণ্ড, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, রাশিয়া, হাঙ্গেরী, সৌদী আরব আর ভারতের জামা'তসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন মিঃ টম কক্স এম, পি ও মিঃ প্যাট্রিক লয়েড, সারে পুলিশের লিয়াজো অফিসার উপস্থিত ছিলেন। হযরত বেগম সাহেবার মরদেহ আমানত হিসেবে সেখানে দাফন করা হয়। (আহমদীয়া বুলেটিনের সৌজন্যে)

এদিকে দেশে বিভিন্ন জামা'তে বেগম সাহেবের উদ্দেশ্যে জানাযার নামায পড়া হয় এবং মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট বেগম সাহেবার জন্যে শোক বার্তা প্রেরণ করা হয়। এ পর্যন্ত যাদের নিকট থেকে শোক বার্তা পাওয়া গেছে তারা হলেন : তেবাড়িয়া, পাবনা, হেলেঞ্চাকুড়ি, ঢাকা, কুমিল্লা ও ভৈরব জামা'ত।

শুভ বিবাহ

গত ১৩ই মার্চ '৯২ ঢাকা জামা'তের জনাব মোঃ শামসুর রহমানের একমাত্র কন্যা ও খাকসারের নাতনী মোসাম্মাৎ মাহমুদা আকতার লাভলীর সাথে মহারাজপুর, নাটোর জামা'তের আলহাজ্জ কলিমউদ্দীনের পুত্র জনাব আব্দুল মতিনের বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ৫০,০০০/ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে। দারুত তবলীগ মসজিদে এ বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী।

এ বিয়ে সকল দিক থেকে বা বরকত হওয়ার জন্যে সকল আহ্‌মদী ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

ফজলুল করীম মোল্লা
এডিশনাল সেক্রেটারী, পাবলিকেশন

কৃতী ছাত্রী

চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নাসেরাত রুমানা খান ১৯৯১ সনে অনুষ্ঠিত জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় ডাঃ খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সনে সে প্রাইমারী বৃত্তিও লাভ করেছিল।

রুমানা খান চট্টগ্রাম আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তাহরীক-ই-জাদীদের সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আমানউল্লাহ্ খান ও মিসেস নাসিরা আখতারের কনিষ্ঠা কন্যা।

দীন ও দুনিয়াবী কামিয়াবীর জন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনের কাছে সে দোয়া প্রার্থী।

মোঃ আমানউল্লাহ খান

সন্তান লাভ

আমার কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাৎ আমাতুল মতীন নাসীর ও জামাতা জনাব মুহাম্মদ নাসীরউদ্দীনকে আল্লাহ্‌তা'লা ১লা মে, '৯২ রোজ শুক্রবার সকাল ৮-৫০ মিঃ সময়ে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

নবজাতকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং খাদেমে দীন হওয়ার জন্যে সকল ভাই ও বোনের নিকট বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বগুড়ার মোঃ আলতাফ হোসেন সাহেবের পুত্র মোঃ আশফাক হোসেন হীরু ও খুলনার আব্দুল আযীয সাহেবের কন্যা নাজমুন্নাহার হীরাদের বৈবাহিক জীবনের প্রথমা কন্যা সন্তান ৪-৫-৯২ তারিখ রোজ সোমবার রাত্র ১০-১০ মিনিটে ঢাকায় হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। কন্যা সন্তানটির কল্যাণময় দীর্ঘজীবনের জন্য তারা সকলের নিকট একান্ত দোয়া প্রার্থী। তারা পাক্ষিক আহ্‌মদী খাতে ১০০ (একশত) টাকা অনুদান দিয়েছে।

শেখ জোনাব আলী
প্রেস সহকারী

(অবশিষ্টাংশ ৩১ পাতায় দেখুন)

বলাই বাহুল্য। তবে এর মধ্যে একটা পার্থক্য আমরা লক্ষ্য করে থাকি। আল্লাহ্‌র তরফ থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা কোন বিরোধিতার সামনে মাথা নত না করে 'ভয় কোরনা নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের সাথে রয়েছেন' এ আশ্বাসবাণীর ওপর ভরসা করে নিজ মত ও পথের ওপর অবিচল থাকেন। বিরোধীদের সাথে কোন আপোষ তারা করেন না। কিন্তু যারা নিজেদের চিন্তা-প্রসূত কোন সত্যকে নিয়ে দণ্ডায়মান হন বিরোধিতার মোকাবেলায় তারা সেরূপ ভূমিকা পালন করেন না যেমন করেন 'আল্লাহ্‌র মানুষেরা'। কোন কোন সময়ে তারা বিরোধীদের কাছে মাথা নত করেও দেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, প্রথম শ্রেণীর কাতারে রয়েছেন নবী-রসূলগণ আর পরের শ্রেণীর তুলনা দিতে গিয়ে আমরা বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কথাই ধরি না কেন। আজ থেকে প্রায় চারশ' বছর আগে তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন যে, সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরে। তাঁর মুখ থেকে একথা শুনে চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল তাই তিনি এতে চুপ্‌সে গেলেন। যদিও পরবর্তীকালে মানুষ আস্তে আস্তে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করেছে। এখানেই 'আল্লাহ্‌র মানুষ' আর অন্যদের মধ্যে পার্থক্য।

আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগে বর্তমান যামানার ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, ইমাম মাহদী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত দাজ্জাল ও ইয়া'জূজ-মা'জূজ হিসেবে খৃষ্টান ও পাশ্চাত্য জাতিকে চিহ্নিত করেন। দুনিয়া সহজে ইহাকে গ্রহণ করতে পারে নি। প্রবল বিরোধিতার সম্মুখে তাঁর এ চিন্তাধারা ভেসে যাওয়ার পালা ; যদিও গুটিকতক লোক তা গ্রহণ করেছিলেন। বড়ই আনন্দের সাথে বলতে হয় যে, আজ মানুষ যুগ-ইমামের কথা স্বীকার করা আরম্ভ করেছেন। এরই একটি নমুনা সোনার বাংলা পত্রিকার ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৯ সংখ্যায় জনাব ফজল মুহাম্মদ বিরচিত 'দাজ্জাল ও তার গোলাম থেকে সাবধান' নামক নিম্নোক্ত প্রবন্ধে প্রকট হয়েছে। অথচ কিছু দিন আগেও জনৈক জনাব খলিলুর রহমান মাদ্রাসা আলীয়ার কোন এক অনুষ্ঠানে এ চিন্তা ধারার আলোকে বক্তব্য রাখলে তাকে কাদিয়ানী বলে ধাওয়া করা হয়েছিল ; কিন্তু তিনি কাদিয়ানী ছিলেন না। যাই হোক আমরা লেখককে সাধুবাদ দিচ্ছি আর যুগ-ইমামের অন্যান্য শিক্ষা ও চিন্তা-ধারা সম্বন্ধে চিন্তা করে সেগুলোর সত্যাসত্য যাচাই করার পর সত্যকে গ্রহণ করার আহ্বান জানাচ্ছি তাকে।

"ফিরিঙ্গীদের পশ্চিমা দুনিয়া আজ দজ্জালের দুনিয়া হয়ে গেছে। প্রাচ্যবাসী অনেকে আজ পশ্চিমা দুনিয়ার চোখ ঝলসানো প্রবঞ্চকদের গোলামী শুরু করেছে। এই গোলামদের পরিচয় এরা কখনো বাদশাহ। কখনো সুলতান। কখনো প্রেসিডেন্ট—কখনো প্রধান মন্ত্রী। কখনো আমলা—কখনো জেনারেল। কখানো বিচারপতি—কখনো বুদ্ধিজীবী।

প্রাচ্য দুনিয়ার এসব খেতাবদারী পণ্ডিতগণই দজ্জালের গোলাম। ঐতিহাসিক দলিল-

দস্তাবেজও প্রমাণ করে দুনিয়ায় দজ্জালের দজ্জালী শুরু হয়ে গেছে।

দজ্জাল কে? তার পরিচয় কী? বাইবেল দজ্জালের ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিল, এভাবে—"দজ্জালের একটি চোখ অন্ধ থাকবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহস্যময় অনেক কিছুই তার করায়ত্ত থাকবে। দুনিয়ায় কোথায় কি হচ্ছে বা ঘটছে দজ্জাল তার কান দিয়ে শোনবে। চোখ দিয়ে দেখবে।

কয়েক ঘন্টায় দজ্জাল পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে পারবে। মাটির নীচে থেকে সে সোনা-রূপার ভাণ্ডার তুলে আনবে। তার হুকুমে বর্ষণ হবে। তরুলতা উৎপন্ন হবে। সে হত্যা করবে এবং নতুন জীবন দান করবে। ঈমান যাদের দুর্বল তারা তাকে আল্লাহ্‌ বলে বিশ্বাস করবে। তাকে সিজদা করবে। (নাউযুবিল্লাহ) মজবুত ঈমানদারগণ দজ্জালকে চিনতে পারবে—আল্লাহকে অস্বীকারকারী রূপে।" মানুষের বিশ্বাস পরীক্ষা করার জন্য দজ্জাল একটা ছলনা ছাড়া আর কিছু নয়……।"

প্রিয় পাঠক, বাইবেল—এর উপরোক্ত রূপক কাহিনীর সাথে পশ্চিমা দুনিয়ার চরিত্র মিলিয়ে নিন—দজ্জালের পরিচয় পেয়ে যাবেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতা এক চক্ষু বিশিষ্ট সভ্যতা। বস্তুবাদী উন্নয়ন সে দেখে। মানুষের রূহ সম্পর্কে তারা অন্ধ।

বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলে তারা আল্লাহ্‌ পাক-এর অনেক রহস্যময় ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। সেটেলাইট ক্যামেরা ও উপগ্রহের সাহায্যে মুহূর্তে দুনিয়ার সকল খবর শুনতে পায়, দেখতে পায় 'কনকর্ড' বিমানে কয়েক ঘন্টায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, মাটির তলা থেকে খনিজ সম্পদ উত্তোলন করে পৃথিবীকে সোনা রূপায় ভরে তুলেছে। আধুনিক সেচ-এর দ্বারা দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন করেছে। পারমাণবিক বোমা দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করছে। আবার জটিল রোগের ঔষধ তৈরী করে মুমূর্ষু রোগীকে খাওয়াচ্ছে।

মানুষের রূহানী সত্তাকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবতাকে বস্তুসর্বস্ব ভোগ বিলাসী জন্তুতে পরিণত করেছে। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল করায়ত্ত করে পশ্চিমা শক্তি খোদায়ী দুনিয়ায় মানুষের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে।

বাইবেলে বর্ণিত দজ্জালের কাহিনী আর আধুনিক রূপ দেখে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি মানবতার দুশমন, ঈমানদারদের জাত শত্রু দজ্জাল দুনিয়ায় এসে গেছে এবং প্রাচ্য দুনিয়ায় দজ্জাল তার অনুগত গোলাম বাহিনীও যোগাড় করে ফেলেছে। আর এই গোলামেরা তাদের প্রভু দজ্জালকে খুশী রাখতে পৃথিবীর দেশে দেশে মৌলবাদের নামে সাম্প্রদায়িকতার

নামে ঈমানদারদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। তাঁদেরকে হত্যা করছে। ফাঁসি দিচ্ছে। আর ঐ দিকে দজ্জাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটেলাইট টি, ভি-র সামনে বসে মজা উপভোগ করছে। কোথাও তার গোলামেরা ভুল করলে অথবা অসততা দেখালে তাদের জায়গায় নতুন নতুন গোলাম নিযুক্ত করছে।

প্রিয় পাঠক, বিবেক দিয়ে হিসাব করুন—আমি, আপনি এবং সে কার গোলামী করছি? মহাপ্রভু আল্লাহর গোলামী করছি? নাকি দজ্জাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোলামী করছি।

মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি বুদ্ধিজীবীগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোলামী করছেন নাকি আল্লাহর গোলামী করেছেন এর বিচার আপনারা করুন, মুসলিম উম্মাহকে দজ্জাল মার্কিন রাষ্ট্রের হাত থেকে হেফাযত করার জন্য আল্লাহর রহমত প্রার্থী হউন। সে সাথে দজ্জালের গোলামী থেকে আসুন আমরা সতর্ক থাকি। জনতাকেও সতর্ক রাখি।

(সূত্র-মকার পথ)"

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে, গত ২-৫-৯২ ইং রোজ শনিবার সকাল বেলা কালবৈশাখী ঝড়ের কবলে পরে বঙ্গোপসাগরের নিকটে মাহমুনদা নদীতে মাছ ধরা নৌকা ডুবে সুন্দরবন জমাতের সদস্য জি, এম, আলেরুদ্দিন (৬০ বার) সাহেব পরলোক গমন করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)

মরহুম মৃত্যু কালে ২ পুত্র ও ৩ কন্যা সহ বহু আত্মীয় স্বজন রেখে যান।

মুরহুমের রূহের মাগফিরাত ও তার আত্মীয় স্বজনদের সাব্‌রে জামিলের জন্য সবাই খাসভাবে দোয়া করবেন।

মোহাম্মদ মজিহুল ইসলাম।
মোয়াল্লেম

একজন বিশিষ্ট কর্মীর ইন্তেকাল

ঢাকা ১৮-৫-৯২ রাত্র ৮-০৫ মিঃ—এই মাত্র লণ্ডন থেকে টেলিফোনে জানা গেল যে, এডিশনাল ওকীলুত্ তবশীর মোহতরম মোবারক আহমদ সাক্বী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২দিন আগে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)।

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর রূহের মাগফেরাত, দারাজাতের বুলন্দী এবং পরিবারের সকলকে সাব্‌রে জামীল দান করুন আমরা এ দোয়া করছি।

আহমদী বার্তা

15th May 1992,

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

সম্পাদকঃ মকবুল আহমদ খান

Editor : Moqbul Ahmad Khan